প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এ তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন, তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এ সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন, সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা, সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত, কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন, তাহলে এ তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এ উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এ তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

এই খণ্ডে যা আছে

সূরা লোকমান	(১৫-৬২)
অনুবাদ (আয়াত ১-১৯)	১৫
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১৮
তাফসীর (আয়াত ১-১৯)	২৩
কোরআনের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ লোক	২৩
সৃষ্টিজগতের পাতায় পাতায় আল্লাহর নিদর্শন	২৬
হযরত লোকমানের উপদেশনামা	৩০
মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৩২
আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারোই আনুগত্য নেই	৩৪
জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মেরও হিসাব দিতে হবে	৩৬
আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে হযরত লোকমানের উপদেশ	৩৭
অনুবাদ (আয়াত ২০-৩৪)	৪০
তাফসীর (আয়াত ২০-৩৪)	৪৩
অসংখ্য নেয়ামতে ঘেরা আমাদের জীবন	৪৩
মানবজাতির কলংক নাস্তিক গোষ্ঠী	৪৫
মোমেনদের সফলতা ও কাফেরদের ব্যর্থতা	৪৬
তাওহীদের প্রতি মানব প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি	৪৯
আল্লাহর প্রশংসা লেখা কখনো শেষ হবে না	৫০
মহাবিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর চিরঞ্জীব সত্তার ছায়া	৫২
আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সত্য	৫৩
পানির বুকে নৌ চলাচল আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন	৫৪
বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া	৫৬
যে দিন কেউই কারো উপকার করতে পারবে না	৫৮
যে বিষয়গুলো একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন	৫৯
সূরা আস সাজদা	(৬৩-৯১)
অনুবাদ (আয়াত ১-৩০)	৬৩
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৬৭
তাফসীর (আয়াত ১-৩০)	৭১
আল কোরআনের কিছু চিরন্তন আবেদন	৭২
বিশ্বজগতের সর্বত্র আল্লাহর সৃষ্টি ও সৌন্দর্য বিরাজমান	৭৬
ডারউইনের বিবর্তনবাদ বনাম কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব	৮১
কেয়ামতের ময়দানে পাপিষ্ঠদের চিত্র	৮৪
মোমেনদের সফলতা ও পাপিষ্ঠদের পরিণতি	৮৫
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা	৮৯
হৃদয়ে নাড়া দেয়ার মতো দুটি বিষয়	৯০
সূরা আল আহযাব	(৯২-২১৪)
অনুবাদ (আয়াত ১-৮)	৯২
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৯৪
তাফসীর (আয়াত ১-৮)	৯৯
আদর্শের প্রশ্নে ইসলামের আপোসহীন ভূমিকা	১০০
যেহারের কাফফারা ও নারী নির্যাতন	১০৩
পালকপ্রথা রহিতকরণ	১০৪
মোহাজের ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন	১০৮
নবীর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা ঈমানের শর্ত	১১০
নবীদের কাছ থেকে আনুগত্যের অংগীকার গ্রহণ	১১২
অনুবাদ (আয়াত ৯-২৭)	১১৪
তাফসীর (আয়াত ৯-২৭)	১১৭
ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধ	১১৯
আল কোরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য	১২৪
খন্দক যুদ্ধের ধারা পর্যালোচনা	১২৫
মোনাফেকদের চরিত্র বিশ্লেষণ	১২৯
আদর্শ মানুষ হযরত মোহাম্মদ (স.)	১৩২
মানবীয় দোষ গুণসহ একজন মোমেনের পরিচয়	১৩৪
মদীনায় ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের পতন	১৩৭
অনুবাদ (আয়াত ২৮-৩৫)	১৪৫
তাফসীর (আয়াত ২৮-৩৫)	১৪৬

সূচীপত্র

উম্মুল মোমেনীনদের আখেরাতমুখী জীবনধারা	১৪৭
তারা ছিলেন সত্যিকার আদর্শ নারী	১৫০
নবীপত্নীদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের মর্যাদা	১৫৫
পারিবারিক শান্তির রক্ষাকবচ	১৫৬
নারীদের রূপ ও সুরের পসরা যখন ধ্বংস ডেকে আনে	১৫৯
নারীদের ঘরে থাকার নির্দেশ ও তার কারণ	১৬১
বাইরে বেরুনোর সময় সাজগোজ না করার নির্দেশ	১৬৪
আহলে বায়তের অনুকরণীয় আদর্শ	১৬৭
ঈমানদাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	১৬৯
অনুবাদ (আয়াত ৩৬-৪৮)	১৭২
তাফসীর (আয়াত ৩৬-৪৮)	১৭৪
আল্লাহ ও রসূলের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারোই মত খাটানো যায় না	১৭৪
সাহাবারা যেভাবে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন	১৭৭
দত্তক প্রথার মূলোৎপাটন	১৮২
নবীদের সাথে উম্মতদের সম্পর্কের ধরন	১৮৭
আল্লাহর যেকেরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব	১৮৮
জান্নাতে মোমেনদের সংবর্ধনা	১৯০
অনুবাদ (আয়াত ৪৯-৬২)	১৯৪
তাফসীর (আয়াত ৪৯-৬২)	১৯৭
সহবাসপূর্ব তালাক ও তার বিধান	১৯৮
পর্দার বিধান ও সামাজিক সভ্যতা	২০০
উম্মতের জন্যে নবীপত্নীদের হারাম ঘোষণা করা	২০২
সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীদের পরিচয়	২০৪
অনুবাদ (আয়াত ৬৩-৭৩)	২০৬
তাফসীর (আয়াত ৬৩-৭৩)	২০৭
কাফেরদের ধৃষ্টতা ও তাদের অনুসরণের পরিণতি	২০৮
মোনাফেকদের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার নির্দেশ	২১০
মানুষ যে মহান দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছে	২১২
সূরা সাবা	**(২১৫-২৬৬)**
অনুবাদ (আয়াত ১-৯)	২১৫
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২১৬
তাফসীর (আয়াত ১-৯)	২২০
আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান	২২১
কোরআন যেভাবে সঠিক পথের দিশা দেয়	২২৪
পরকালে অবিশ্বাসীদের জীবন	২২৫
অনুবাদ (আয়াত ১০-২১)	২২৮
তাফসীর (আয়াত ১০-২১)	২৩০
হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর মোজেযা	২৩০
সাবা জাতির ইতিহাস	২৩৫
অনুবাদ (আয়াত ২২-২৭)	২৩৯
তাফসীর (আয়াত ২২-২৭)	২৪০
অনুবাদ (আয়াত ২৮-৪২)	২৪৪
তাফসীর (আয়াত ২৮-৪২)	২৪৬
নবীর দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা	২৪৭
পথভ্রষ্ট জনগণ ও নেতাদের ঝগড়া	২৪৮
প্রাচুর্য ও দৈন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির মাপকাঠি নয়	২৫০
অনুবাদ (আয়াত ৪৩-৫৪)	২৫৫
তাফসীর (আয়াত ৪৩-৫৪)	২৫৭
সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে পাপীদের অপপ্রচার	২৫৮
মানবজাতির জন্যে কোরআনের উপদেশ	২৬০
নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর উদাহরণ	২৬১
আল্লাহ তায়ালা সত্যের আঘাতে মিথ্যাকে ধ্বংস করেন	২৬৩
কেয়ামতের ময়দানে কেয়ামত অস্বীকারকারীদের অবস্থা	২৬৫
এক নযরে তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের ২২ খণ্ড	২৬৭

সূরা লোকমান

আয়াত ৩৪, রুকু ৪

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖۗ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ
فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ
جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রুকু ১

১. আলিফ লা-ম মী-ম, ২. এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, ৩. নেক মানুষদের জন্যে (এ হচ্ছে) হেদায়াত ও রহমত, ৪. (নেক মানুষ তারা–) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আখেরাতের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে; ৫. এ (নেক) লোকগুলোই তাদের মালিকের (যথার্থ) হেদায়াতের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম। ৬. মানুষদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছে যে অর্থহীন বেহুদা গল্প কাহিনী খরিদ করে, যাতে করে সে (এ দিয়ে মানুষদের) অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একে হাসি, বিদ্রূপ, তামাশা হিসেবেই গ্রহণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের জন্যে অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ৭. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে আদৌ তা শুনতেই পায়নি, তার কান দুটিতে যেন বধিরতা রয়েছে, তাকে তুমি কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও। ৮. নিসন্দেহে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতের (সমাহার) জান্নাতসমূহ। ৯. সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অতীব সত্য; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।